সমীরণ বয়া আসছে

মনোজকুমার গোস্বামী

অনুবাদ - বাসুদেব দাস

।। এক ।।

বর্মণ ট্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল। ওপাশে ডি. আই. জি. হর দত্ত। তাঁর উচচারিত ধাতব শব্দগুলির প্রত্যেকটিতে কিছু উদ্বেগ আর উত্তেজনা ভর করে রয়েছে

"হ্যাঁ স্যার" --- এস. পি. বর্ধণ ধন্যবাদ জানাল। খুব সতর্ক এবং বিনয়ানত তাঁর কথাবার্তা, ---"আমি আপনার পরামর্শ মতোই সমস্ত ব্যবস্থা করেছি; দুজন ইনস্পেকটরকে চৌকিডিঙি আউটপোস্টে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে বহাল করেছি। আমি নিজে ইনস্পেকশনে যাব বলে এখনই তৈরি হচ্ছি। এর মধ্যে সমস্ত থানাগুলিকে অ্যালার্ট করে দেওয়া।"

ডি. আই.জি. দত্ত আরও কিছু নির্দেশ দেশ - খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গুত্বপূর্ণ। টেলিফোনের এক্সটেনশন ওয়্যারটা কাঁপতে থাকে।

হ্যাঁ, এস.পি. বর্মণ কথাগুলি জানে। লোকটা খুব বিপজ্জনক, ভয়ানক। রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন একটির প্রধান নেতা সে। বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে জড়িত, কয়েকটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি, অনেক দেশবিরোধী কার্যকলাপের পর --- সাত বছর আগে বহু চেষ্টা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে খুব শীঘ্রই সে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার জন্যই সে খুব সম্ভবত সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়। এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী দলটির অনেককেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে আর কিছু সেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এক কথায় বলতে গেলে বিভিন্ন উপায়ে দলটির কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর হয়তো এ সমস্ত খবর পেয়েই যেন সে সীমান্ত পার হয়ে পুনরায় ঘুরে আসছে খবর পাওয়া গেছে, সীমান্তের ওপারে সে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছে--- আর সেই প্রশিক্ষণই তাকে বর্তমানে আরও ভয়ংকর করে তুলবে। সঙ্গে করে বেশি কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসাটাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

"ইয়েস স্যার ----" খুব স্মার্টলি বলল বর্মণ। নাম অনন্ত বর্মণ, খুব কম বয়সে অনেককে সুপারসিড করে আজ সে এস. পি. হয়েছে। কারণ কেরিয়ারটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তা তার ভালমতোই জানা। তাই সে কুকুরের মতো প্রভুভক্ত, হায়নার মতো ক্ষিপ্র, খরগোশের মতো সজাগ এবং বুনো কুকুরের মতো শিকারী। সে উচচাকাঙ্ক্ষী--- আরও অনেক ওপরে উঠতে চায়। লোকটাকে ধরতে হবে, কিছুটা রিস্ক নিয়ে হলেও লোকটাকে ধরতেই হবে। কারণ বর্মণ জানে, যে সমস্ত গুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তার জীবনে সুনাম এবং পদোন্নতির সুযোগ নিয়ে এসেছে এটা তারই একটা। ইট উইল বি এ প্রাইজ ক্যাচ্। হ্যাঁ, বর্মণ কেরিয়ারের কথা চিন্তা করে, খুব চিন্তা করে।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার---" এস.পি.বর্মণ রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। মুখে দু এক ফোঁটা ঘাম।

।

।। দুই ।।

প্রথম পৃষ্ঠার লে - আউটটা দেখে চিফ এডিটরকে সন্তুষ্ট মনে হল না। চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে একমুহূর্ত সে কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর বলল--- শিরোনামটা ভাল হয়েছে। 'সমীরণ বয়া আসছে'। বাঃ ইট উইল সেল। কিন্তু লোকটার একটা ফটোগ্রাফ দেবার খুব প্রয়োজন ছিল।

'না স্যার ---' স্টাফ রিপোর্টর বলল। "কোনোমতেই লোকটার একটা ফটো জোগাড় করা গেল না। আমাদের গোস্বামী এবং লহকর বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু লাভ হলো না। এমনকি পুলিশ ফাইলেও তার ফটো পাওয়া গেল না।"

"আচ্ছা---" চিফ এডিটর পকেট খুলে ঠোঁটের ডগায় একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল--- "গোস্বামী, আপনি থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, লহরক অন্যভাবে চেষ্টা করতে থাকুক। আপনার সোর্সগুলি থেকে খবর পাবেন, তা দিয়ে প্রতিদিন বক্স নিউজ কন। লোকটাকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, তার প্রথম ছবিটা আমাদের কাগজেই বেরোতে হবে। মোটের উপর তার গতিবিধি স

স্পর্কিত সম্ভাব্য সমস্ত খবর আমরা আমাদের পাঠকদের জানাতে থাকব। মনে রাখলেন, সমীরণ বয়া, --- দা নেম সেলস্।"
সামনের ঘরটায় টেলিপ্রিন্টার থেকে ক্রমাগত শব্দ ছিটকে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গার টুকরো টুকরো খবর। নিচের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়ি - মোটরের একটানা হর্নের আওয়াজ। কোনো একটা ঘরে একটা টেলিফোন বাজতে থাকে। ব্যস্তভাবে সাব - এডিটর এবং গোস্বামী উঠে গেল।
লহকর চেয়ারটা এডিটরের টেবিল থেকে আরও সামনে টেনে আনল, --- "একটা কাজ করা যেতে পারে না, স্যার?" --- সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনোরকম আশাই তো দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশই কোনোরকম ট্রেস করতে পারেনি। একটা কাজ করলে কেমন হয় -- একটা ফেক ইন্টারভিউ...।"
এডিটর সিগারেটের ছাই ফেলার অ্যাসট্রেটা হাতড়ে বেড়াল। তাঁর চোখ লহকরের দিকে--- "ইউ মিন আমাদের কাউকে সন্ত্রাসবাদীর গোপন ঘাঁটি একটায় নিয়ে যাওয়া হলো--- ব্লাইণ্ড ফোল্ডেড। সেখানে যে সমীরণ বয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তার পরবর্তী কার্যকলাপের কথা জিজ্ঞেস করল, আর জিজ্ঞেস করল সীমান্তের ওপারে তার অভিজ্ঞতার কথা, বর্তমান সরকারের প্রতি তার মনোভাব।"
"সঙ্গে সমীরণ বয়া, তার সাক্ষাতের ঘরটির একটি অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ফটো"---উৎসাহের সঙ্গে লহকর বলল।
এডিটর সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। বহুদিনের নিউজ পেপার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য তাঁর মুখে ফুটে উঠল--- "না, না, না --- ইট উইল কজ ট্রাবল লহকর। মিছিমিছি পুলিশের ইন্টাররোগেশন, এ্রস্ কোশ্চেন, --- তা ছাড়া খবরটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, অর্থাৎ ইন্টারভিউটা যে কাল্পনিক, তাহলে আমাদের পেপারের ইমেজটাই শুধু নষ্ট হবে।
।। তিন।।
প্রকাণ্ড ড্রেসিং আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নীলা চুল আঁচড়াচ্ছিল। থমথমে নির্জন দুপুর। টেপরেকর্ডারে চড়া ভলিউমে ক্লিফ রিচাডের গান বাজছিল। এর মধ্যে ক্যাসেটটাও শেষ হয়ে আসছে। কাজের ছেলেটা ম্যাটিনি শো - তে সিনেমা দেখার জন্য বেরিয়ে গেছে। সাড়ে চারটের আগে তার স্বামী নীলম মহন্তরও ফেরার অভ্যেস নেই। মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে নীলা প্রকাণ্ড ঘরটার শূন্যতা অনুভব করে। সামনের জানালা দিয়ে দুপুরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। জনহীন। বড়জোর মাঝেমধ্যে একটা দুটো গাড়ি যাওয়া আসা করছে। উঠে এসে নীলা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওয়ালক্লক থেকে দুপুরের অসল সময় খসে পড়ছে। ঝিরিঝিরি বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানালার পর্দা। ঠিক এই সময়টাতেই --- টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। নীলা লাফিয়ে উঠে বসল। টেলিফোনটার দিকে তাকাতেও তার ভয় করতে লাগল। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সে কি করবে। রিসিভারটা ওঠাবে কিনা কিন্তু ফোনটা ক্রমাগত বেজেই যেতে থাকে। সেই তীক্ষ্ণ শব্দে ঘরটাই যেন বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে।
অস্থির - বিহ্বলভাবে সে ফোনটার সামনের দাঁড়াল। সমস্ত শরীরে একটা ঠণ্ডা শিরশিরানি। কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভারটা তোলার আগেই সে ভাবল, যদি ওদিক থেকে ভেসে আসে তার কথা? সেই গভীর, কঠোর পুষালিগলা?
"হ্যালো ---" নিজের কণ্ঠই যেন সে চিনতে পারে না। "কি হলো নীলা---শরীরটা ভাল নেই নাকি?" ওদিকের গলাটা শুনে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তার স্বামীরই কণ্ঠ। বুকের কাঁপুনিটা এখনও থামে নি। স্বাভাবিক অবস্তা ফিরে পেতে নীলার কয়েক সেকেণ্ড লাগল।
"কি হলো নীলা? ইজ সামথিং রং?"
"না না ।এই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"
"সিনেমা দেখবে নাকি আজ? স্পিলবার্গের একটা ভাল সিনেমা চলছে। তুমি তৈরি হয়ে থেক; মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমি পৌঁছে যাব। সন্ধেবেলা আবার ভট্টের ছেলের জন্মদিনে যেতে হবে না?"
নীলা চোখ দুটো বুজে ফেলে। রিসিভারের ডায়াফ্রাম থেকে ভেসে আসা নীলমের কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে ডুবে যেতে চায়। যেন এক নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়। "আজ বাদ দাও। অনিলটাও যে কোথায় গেল, তুমি শুধু একটু তাড়াতাড়ি চলে এস। এস একা লাগছে আজ।"
প্রকাণ্ড ঘরটায় নীলা ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। পায়ের নীচে মোলায়ম কার্পেট, চারদিকেই দামি কাঠের আসবাব, একটুকরো বরফের মতো এক কোনায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রেফ্রিজারেটার। প্রকাণ্ড বেলজিয়ান গ্লাসটায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে রঙিন টেলিভিশনটা। জানালার সুদৃশ্য রঙিন পর্দা সরিয়ে নীলা দেখতে পায় সবুজ লনটার ওপারে গ্যারেজটাকে, যেখান থেকে লাল মাতি গাড়িটা নিয়ে কয়েক ঘন্টা আগে তার স্বামী অফিসে বেরিয়ে গেছে... কিন্তু দু দু বুকে নীলা ভাবে, --- এইগুলি সে নিশ্চিতভাবে ভোগ করতে পারবে কি? এগুলির মধ্যে, এই বর্ণময় প্রাচুর্যের মধ্যে সে তাকে দুর্ভাবনাহীন ভাবে ছেড়ে দেবে কি? কোনো একদিন, হয়তো এমনই এক দুপুরবেলা, কলিংবেলের নির্মম আহ্বান শুনে দরজা খুলে সে চেয়ে দেখবে সামনে সে দঁড়িয়ে রয়েছে।
"কি খবর নীলি?" সে জিজ্ঞেস করবে। মুখে তার ক্রূর কুটিল হাসি। চুলগুলো এলোমেলো, গালভরা দাড়ি, গায়ে কাপড় জামা মলিন, কিছুটা জীর্ণ হয়ে গেছে, জিঘাংসায় পরিপূর্ণ শীর্ণ হাত দুপাশে ঝুলে রয়েছে। হয়তো সে দু পা এগিয়ে আসবে। ক্লেষ এবং ঘৃণ

ার চোখে তাকাবে ওদের ঘরের চারদিকের সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের দিকে। হয়তো সে তার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে সে নীলাকে বলবে, "তুমি ফিরে এস নীলি। তুমি আমার কাছে ফিরে এস।"

নীলা চমকে উঠল। একদিন না একদিন সে তো নীলার কাছে আসবেই। এটা অবশ্যম্ভাবী। নীলা জানে সে তাকে কখনও ভুলে যেতে পারবে না। সে জানে সে কোনো বাধা মানে না, সমাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, মৃত্যুর সামনেও সে নির্বিকার এবং আজ সাত বছর সীমান্তের ওপারে কাটিয়ে, গভীর অরণ্য, জন্তু এবং ক্রুদ্ধ কিছু মানুষের সঙ্গে বসবাস করে সে আরও না জানি কতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

নিজের ওপরই ঘৃণা জন্মাল নীলার। ছিঃ ছিঃ। দশ বছর আগে কি কুক্ষণেই না তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সে তার সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছিলেন বহু সান্নিধ্যঘন মুহূর্ত, সে আন্তরিকতার জন্ম তার বুকে কেন হয়েছিল? প্রেম - শব্দটার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল তার। এর জন্যই তো সে নীলার কাছে ফিরে আসবে। কোথায়, নীলমের সঙ্গে তো তার কোনো প্রেম ছিল না। কিন্তু নীলম মহন্তের দুবাহুর মধ্যে, ফ্রিজ, টি ভি, গাড়ি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে কি নিশ্চিন্ত আনন্দের সঙ্গে তার জীবন কেটে যাচ্ছিল। আজ সে ঘুরে আসছে, কলুষিত সেই সম্বন্ধআজ যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে তার সাজানো ঘর। জানালার গরাদে গাল রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

।। চার ।।

কোনো একজন আরও একটা হুইস্কির বোতল খুলল, কারো হাত লেগে একটা গ্লাস ঠং করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। একটা পাত্রে জল ঢালার শব্দ শোনা গেল, কেউ একটা বেসুরো গলায় গাইতে চাইল একটা গান---ইটস বিন এ হার্ড ডেজ নাইট, আই শুড বি স্লীপিং লাইফ এ...। ঘরটাতে জিরো পাওয়ারের একটা লাইট জ্বলছে।

কয়েকটা সিগারেটের ধোঁয়ার ধোঁয়াময় ঘরটাতে অনুজ্জ্বল আলোতে ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা চেয়ার টেবিল, একটা বিছানা এবং কয়েকটা ছায়ামূর্তি। ওরা বিপুল, অজিত, দুলে, বগেন, রফিয়ুল...। অজিত জানালার কাছে গেল, জানালাটা খুলে দিল! রাতের বাতাস আর অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বয়ে এল।

"সারাটা রাত আমরা মদ খেলাম। অন্ধকারের সঙ্গে মদের একটা ককটেল...। কারণ আমাদেরই তো সকাল আনতে হবে।" --- অজিত বলল। সম্ভবতঃ তার কবিতার পঙক্তি, ও কবিতা লেখে। অসমের একজন প্রথম সারিরকবি বলে তাকে গণ্য করা হয়।

"চুপ ইডিয়েট।" ---বিরক্ত কণ্ঠে বগেন বলল। "তোর কবিতার আমি ইয়ে...করি।" বলেই ও একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল।

দূলের একটা বিকৃত হাসিতে সমস্ত ঘরটা কেঁপে ডঠল। ওকে এভাবে কেন বলবে পার্টনার? এই কবিতা লিখেই তো সে কত আদরের উত্তরীয় উপহার পায়, কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের অটোগ্রাফ দেয়, আরও কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়েকে ও শালা... ---দুলের জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়! জড়ানো গলায় ও যা বলতে চায় অস্পষ্ট হয়ে যায়। "কিহবে ভাই কবিতা লিখে," বিমর্ষভাবে অজিত বলল, "আমার কবিতার প্রতিটি শব্দ শালা আমাকেই অপমান করে। পাবলিসিটি অফিসারের চাকরিটার জন্য কত চেষ্টা করলাম, আমার প্রকাশিত কবিতার কত ম্যাগাজিন ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখালাম, কোথায়? মাঝখানে কোথা থেকে দুটো ফচকে ছোঁড়া এসে চাকরিটা থাবা মেরে নিয়ে চলে গেল।"

বাইরে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল, ঈশ্বর এসেছে। ওভারসিজ স্কলারশিপ নিয়ে সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটায় পড়তে যাবে, সেই উপলক্ষে আজ দুলে, বগেনদের মদের খরচটা সে দিচ্ছে।

"হ্যালো।" ---ঈশ্বর ভেতরে এল।

"আর ইউ লিভিং আস, ইয়ং ম্যান?" কেউ একজন অন্ধকার থেকে জিজ্ঞেস করল।

"ইয়া, আই অ্যাম লিভিং ইউ।" এক পেগ হুইস্কি হাতে নিয়ে ঈশ্বর ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল। "সকালবেলা এয়ারপোর্টে তোরা আসবি, আসবি কিন্তু ---।" রফিয়ুল তার দিকে দু পা এগিয়ে গেল। অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ। আলগোছে যে ঈশ্বরের কাঁধে একটা হাত রাখল । ---"তুই আমাদের আমেরিকা থেকে কী পাঠাবি ভাই? প্রমিস কর যে তুই আমাদের পাঠাবি --- কয়েকটা দামি মদের বোতল, সাগর তীরে সানবাথরত উলঙ্গ যুবক - যুবতীর পিকচার কার্ড, কয়েকটা হট পর্ন, আর অনেক রঙিন আবর্জনা।" --- অজিত শেষ করল। "প্রমিস কর, প্রমিস কর, শালা।" বিছানায় শুয়ে থাকা বিপুল চিৎকার করল।

"প্রমিস, আই উল ডু।" ঈশ্বর ম্লানভাবে হাসল। খালি গ্লাসটা সে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে।

"শা - শালা। তোরা সব চলে যা।" দুলে বলল। পাঁচ বছর পর যখন ঘুরে আসবি তখন দেখবি এখানে সবচেঞ্জ হয়ে গেছে। এক কুইন্টাল চালের দাম বিশ টাকা, এই যে একশ পঁচিশ টাকার মদের বোতল, তার দাম ম্যাক্সি-মাম ত্রিশ টাকা। সিগারেট ফ্রি, যুবতীরা বিয়ের জন্য খুঁজে বেড়াবে বেকার যুবক, বাতাসে ঝরে পড়া পাতার মতো উড়ে বেড়াবে টাকা, --- মানে যাকে বলে রাম রাজ্য। কারণ আমরা জেনে গেছি...।"

"আচ্ছা --- আমি যাই। আরও কয়েক জায়গায় ঢুকতে হবে। নীলিদের ঘরেও যাইনি। সকালবেলা এয়াপোর্টে তোদের সঙ্গে দেখা

হবে।" খুব স্মার্টলি ঈশ্বর বলল, "গুড বাই ইয়ং ম্যান। উইশ ইউ অল দি বেস্ট।" অন্ধকার কোণ থেকে কেউ একজন বলে উঠল, "কখনও তোর সঙ্গে আমরা নানা ধরণের বাজে ইয়ার্কি করেছি,--- ভুলে যাস। কিছু মনে করিস না। তুইও তো আমাদের সঙ্গে কম করিসনি। রেভলিউশন, বিপ্লব, কি এক সিস্টেম চেঞ্জ করার কথাও বলেছিলি, আমরা তো সেগুলিতে কোন রকম মাইণ্ড করিনি। তুই যে বলেছিলি, --- গুলিতে উড়িয়ে দিতে হবে। মেরে টেলিফোনের পোস্টে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। যতসব ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, ঘুষখোর অফিসার, লোভী মন্ত্রী, এম. এল. এ, ভুয়ো প্রেমিকা...।"

"আই হ্যাভ শাট দ ডোর অফ ইয়েস্টারডে, অ্যাণ্ড থ্রোন দি কী এওয়ে," ---বিব্রত হাসিতে ঈশ্বর বলল।

"আচ্ছা, গুড নাইট।"

ঈশ্বর বেরিয়ে যায়। তার মোটসাইকেল স্টার্ট করার শব্দ হয়। আর ক্রমশঃ সেই শব্দ দুরে সরে যায়।

'২ লেবেক ইন দি আর্ম সামওয়ান।" --- ভাঙা গলায় বগেন গেয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে সে উঠে দাঁড়াল। অস্থির পদক্ষেপে সে খোলা জানালার কাছে গেল।

"ঠিক আছে শালা" --- হঠাৎ দুলে চিৎকার করে উঠল। "সবাইকে গুলি করব। লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে দেবসব ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারকে--- মিনিস্টার, এম. এল. এ--- ঘুষখোর অফিসার, ভুয়া প্রেমিকা..." সে মেঝের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে থাকল। এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রায় উলঙ্গ, শুধু মাত্র আণ্ডারপ্যান্ট রয়েছে তার গায়ে। সে অজিত ওদের দিকে ঘুরে তাকাল। সম্পূর্ণ নেশাগস্ত--- প্রায় উন্মাদই বলা যেতে পারে। ---"তোরা কোনরকম চিন্তা করবি না ভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। হাতে স্টেনগান নেব, বোমা নেব...। ও, তোরা ভাবছিস এ সমস্ত আমাদের কে দেবে। ভয় করিস না, --- সমীরণ বয়া আসছে। হি উইল লিড আস টু হেভেন।"

প্রচণ্ড জোরে হাসতে গিয়ে দুলে থেমে গেল। মেঝের দিকে মুখ করে সে বমি করতে লাগল।

।। পাঁচ ।।

কেরোসিন তেলের প্রদীপটার মুমূর্ষু আলো বারান্দাটা আলোকিত করতে পারেনি। প্রদীপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির ক্ষীণ অবয়ব অনুজ্জ্বল আলোতে আরো শীর্ণ মনে হচ্ছে। সামনের গেটটা খুলে লোকটি ভেতরে এল। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে সে দরজাটা পার হয়ে ভেতরে এল। প্রদীপটা তার অনুসরণ করল, সে চলেনা যাওয়া পর্যন্ত। লোকটা গায়ের জামা খুলল; বিছানার দিকে ছুড়ে দিল। খুব ক্লান্ত তার মুখ, চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হতাশ ভঙ্গিতে সে শরীরটা বিছানায় ছেড়ে দিল।

সমীরণ - সমীরণ

"সে নাকি ঘুরে আসছে। প্রত্যেকে তাই বলছে।" ধীরে ধীরে সে বলল। প্রদীপের শিখাটা কেঁপে উঠল। লোকটির মুখের উপর ছায়াটা নড়ল। "কেন সে ঘুরে এল।" লোকটি আবার বলল। যেন স্বগতোক্তি করল। "আমি তো ও মরে গেছে বলেই ধরে নিয়েছিলাম। এই বুড়ো বাপটাকে সে কখনও একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পেরেছে কি? এখনও তার তিনটি যুবতী বোনের বিয়ে দেবার বাকি রয়েছে, সে ঘুরে এলে তা কি সম্ভব হয়ে উঠবে?" তার কথা অভিমান আর আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠল। "তার চেয়ে... তার চেয়ে ও মরে গেল না কেন? এত জন্তু জানোয়ার --- গুলি - বোমা - বাদ ওকে মেরে ফেলতে পারল না?"

লোকটি প্রদীপটা খামচে ধরল। নীরবতা, তারপর প্রথমবারের জন্য তার ক্ষীণ দুর্বল কথা শোনা গেল, --- "আমি জানি, সে ঘুরে আসবে।"

।। ছয় ।।

বিরাট সুদৃশ্য টেবিলটাতে কয়েকটা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন, একটা অ্যাসট্রে, সিগারেটের বাক্স, দুই প্লেটকাজু বাদাম, সরবতের গ্লাস; টেবিলটাকে ঘিরে পাঁজচন লোক বসে রয়েছে।

"ফুকনদা, তাহলে তো আপনে সমীরণ বয়াকে খুব ভালভাবে চিনতে লাগে", স্বাস্থ্যবান লোকটি সাবধানে প্রশ্ন করল।

"ওহ, আই নো হিম, আই নো হিম" ---যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে বিড়বিড় করল। তিনি একজন বৃদ্ধ। রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীন এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সোফাটাতে হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন, চোখে পোলী ফ্রেমের চশমা, জামাটাতে দুটি সোনার বোতাম ঝলমল করছে, সামনের টেবিলটাতে হেলান দিয়ে রাখা রয়েছে তাঁরওয়াকিং স্টিক। "ওর বাবা ছিল আমার বন্ধু। স্বাধীনতার আগে আমরা একসঙ্গে জেলে ছিলাম। স্বাধীনতার পর, কয়েক বছর পর আমি যখন মন্ত্রী হলাম, সেই লোকটির কি হলো, কোথায় ছিটকে গেল আমি জানতেও পারলাম না। মানুষটা খুব অভিমানী ছিল। প্রবল আত্মসম্মানবোধ, তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির লোক ছিলেন না। অনেক বছর পরে, গ্রামে একটা মিটিঙ করতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। গ্রামের স্কুলটার তিনি হেডমাস্টার।" --- "কি খবরফুকুন" --- এরকম স্পষ্টভাবে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। সঙ্গে একটা ছোট ছেলে, পরিচয় দিয়েছিল তার ছেলে বলে--- সমীরণ বয়া। ছেলেটি নমস্কার করেছিল, আমাকে কাকু বলে ডেকেছিল, সেদিনের বিকেলের চা-টা আমি ওদের ঘরেই খেয়েছিলাম।

ওহ, আই নো হিম...।"
"দেন হোয়াই ডোন্ট ইউ" --- শ্রোতাদের একজন উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞেস করল, আপনে আমাদের দলের সপক্ষে তাকে বলুন ন া। তাকে বলুন বর্তমান সরকারের বিপক্ষে লড়তে হলে আমাদের দলটাই হবে তার বেস্ট প্ল্যাটফর্ম।"
বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল।
"হ্যাঁ আপনি ওর সঙ্গে দেখা কন। যেভাবেই হোক না কেন। তার সমস্ত খবর আপনাকে জোগাড় করে দেব। দেখুন ফুকনদা, রাজ্যের রাজনীতিতে আমাদের দলকে ঘুরিয়ে আনার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। এটা হারালে আমাদের আর কোন আশাই নেই।"
"হ্যাঁ, আমি সেটা করতে পারি। এর জন্য একটু অভিনয়, একটু ফাঁকির দরকার হবে, কিন্তু আমি সেটা করতে পারি।" বৃদ্ধ ওয়াকিং স্টিকটা হাতে নিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। "কারণ নিজেকে আমি অনেক দূরে ছেড়ে এসেছি। এমন একদূরের পৃথিবীতে, যেখান থেকে আজ আমি আমার নিজের চিৎকার নিজেই শুনতে পাই না। আজ আমি আর আমার খবর নেবারও প্রয়োজনবোধ করি না।"
"বুড়া আজকে কোথাও একটু বেশি টেনে ফেলেছে।" শ্রোতাদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বলল।
"আমি বলব। তার দেখা পেলে তার কাঁধে আমি হাত রাখব, খুব সুন্দর অভিনয়ের সঙ্গে, কথায় দরদ আরসহানুভূতি ঢেলে দিয়ে বলব--- সমীরণ তুই ফিরে আয়, তুই স্বাভাবিক জীবনে ঘুরে আয়, কি পাবি এভাবে? এই পথ, এই পরিবেশ, এই দেশের মানুষের জন্য নয়। ছেড়ে দে এসব। আমার সঙ্গে থাক। আকমা এই দলের সঙ্গে কাজ কর। মানুষকে কিছু দেবার চেষ্টা কর। তুই আমাদের সঙ্গে থাক সমীরণ, তুই তো জানিসই তোর বাবার সঙ্গে আমি কতদিন থেকে...."
।। সাত ।।
চারালির সিনেমা হলটার সামনে সমীরণ এসে দাঁড়াল। হলটা নতুন, প্রকাণ্ড --- তার গায়ের রঙ ঝলমল করছে। সমীরণের মনে পড়ল, ঐ জায়গাটাতে আগে কুশ মাষ্টারের ঘর ছিল। মানুষটা কোথায় গেল? তার বদলে কি মারাত্মক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সিনেমা হলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
মহানগরে এসে উপস্থিত হওয়ার আজ তার দুদিন হয়েছে। বহুবছর পার হয়ে গেছে। চারদিকেই অনেক বদলে গেছে। পথে ঘাটে এখন আর কোন পরিচিত মুখ দেখা যায় না। দেখা যায় না কারও মুখে বন্ধুত্ব, সহানূভূতি বাআন্তরিকতা। চারালিটার এক কোণে একটা বড় বটগাছ ছিল, এখন আর সেই প্রকাণ্ড গাছটি নেই, সম্ভবত কেটে ফেলা হয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো চারদিকে গজিয়ে উঠেছে দোকান - পাট - অট্টালিকা। পথের দুধারে শত শত ব্যস্ত মানুষ হুড় হুড় করে গাড়ি, মোটরও বেড়ে গেছে, প্রচণ্ড শব্দে পার হয়ে যাওয়া ট্রাক, সিটিবাসের তীক্ষ্ণ হর্ন এবং রিক্সার পরিত্রাহী চিৎকার সমস্ত পরিবেশটাই চৌচির হয়ে যাচ্ছে
ধীরে ধীরে সমীরণ সামনের চায়ের দোকানটাতে ঢুকল। ভেতরে হালকা ভিড়। সামনের টেবিলের একটাতে এক কাপ চা নিয়ে বলস সে। দরজায় তার সতর্ক চোখ। গত দুরাত কোন হোটেলে সে আশ্রয় নেয়নি। নিজের ঘরতো বাদই, কোন বন্ধ বা সহকর্মীর ঘরেও সে আশ্রয় নিতে সাহস করেনি। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, পুলিশ তার শহরে প্রবেশ করার কথা টের পেয়ে গেছে। চৌকিডিঙা পুলিশ থ ানা নিছিদ্র পাহারাকে কোনরকমে সে টপকে এসেছে। লামডিঙ রেলস্টেশনেও তার কয়েকজন মানুষকে সন্দেহজনক, যারা সি আই ডি ব্রাঞ্চের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি চোখে পড়েছে, আর....। তীব্র সাইরেনের সঙ্গে দুটো ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল। সে চমকেউঠল, চারদিকে তাকাল। --- না সকলেই নিস্পৃহ, গ্লাস, কাপপ্লেটের টুংটাং, ম্যানেজারের কর্কশ কথাবার্তা, একটা টেপরেকর্ডার থেকে ভেসে আসা হিন্দি গান -- এই সমস্ত শব্দের মধ্যে সমস্ত কিছু ডুবে রয়েছে। খালি কাপটা নামিয়ে রাখে সমীরণ।
হ্যাঁ, সে ফিরে এল। হাতে সে কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। যে কয়েকটা টাকা ছিল, সেটাও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। অল্প কিছু অস্ত্র পাওয়া গেছে, যা আগামী দুমাসে এখানে পৌঁছে যাবার কথা,--- যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছে শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর। আর এখন বিশ্বাসের ওপর এতটা নির্ভর করাটা ঠিক হয়েছে কিনা, তার সন্দেহ হচ্ছে। কারণ এখানে সে দেখছে, তার সহকর্মীরা অনেক দূরে দূরে ছিটকে পড়েছে, পিনাক মহন্ত এমন খুব ভাল চাকরি করে, দীপেন ফুকুন একজন বড় কন্ট্রাকটর, রমেন এম. এল. এ হয়েছে, আর পরশু রাতে সে গিয়ে দেখে তার এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিজেনের ঘরের সামনে কোন একজন মন্ত্রীর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ...কি করবেএখন সে? কার কাছে যাবে? আচ্ছন্নের মতো সে এদিকে এদিকে ঘুরে বেড়ায়।
রাস্তায় একটা বিরাট শোভাযাত্রা, খুব সজ্জিত কয়েকটা গাড়ি, ফুলের মালা এবং টিউব লাইটের সারি, ক্ল্যারিওনেট ও ড্রাম বাজ ানরত ভাড়াটিয়া বাদ্যযন্ত্রীর দল, দুই যুবক আত্মহারা হয়ে নাচছে, প্রচুর কোলাহল এবং আলো--- রাস্তা অতিক্রম করে যাচ্ছে। একটা পান দোকানের সামনের যুবকদের ভিড়টা পার হয়ে গেল সমীরণ। পথ চলা কয়েকটি যুবতীর প্রতি ভিড়টা থেকে কিছু প্রায় অশ্লীল চিৎকার এবং ভঙ্গি ভেসে আসছে।
একটা টিভির দোকান সামনে কিছুটা ভিড়, শো কেসের টিভিতে একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। ভিড় থেকে কয়েক জনের উৎসাহজনক ধ্বনি ভেসে আসছে। 'আরও একটা উইকেট পড়ল। রবি শাস্ত্রী খুব ভাল বল করছে।" -- কোনো একজন উল্লাসের সঙ্গে বলে

উঠল।
এগুলির মধ্যে, সে, সমীরণ বয়া শহরের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। খুব শান্ত, নিঃস্ব, নৈরাশ্য পীড়িত তার মুখ। সে দেখে অদূরের সিনেমা হলে শো শেষ হয়েছে। ভিড় ঠেলে শত শত মানুষ বেরিয়ে আসছে। সামনের দেওয়ালের সিনেমার বিরাট রঙিন পোস্টার --- নায়িকাকে উপরে তুলে বীর নায়কের ভীষণ রোমান্টিক ভঙ্গি, সিগারেট ---সঙ্গীত সন্ধ্যা --- জন্ম নিরোধের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন, রামলাল সেবাদত্তের কাপড়ের দোকানের ওপরে বিভিন্ন অন্তবাসের হোর্ডিং, প্রায় উলঙ্গ নারী পুষের বিরাট ছবি। নির্বিকার উদাসীন মুখ তার নিচ দিয়ে শহরের মানুষ পার হয়ে যায়। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দে চমকে ওঠে সমীরণ, দেখে যুবক যুবতী ভর্তি দুটি বাস -- দুটোরই সামনে লাউড স্পীকারের হর্ন, যা থেকে তীক্ষ্ণ বিরাট গলায় চিৎকার ভেসে আসছে, হয়তো একটা পিকনিক পার্টি---।
পরিশ্রান্ত পদক্ষেপে সে কোলাহল থেকে বেরিয়ে আসে। সেলুনটার সামনে একটা বাদামওয়ালা তার সামাগ্রী নিয়ে বসেছে। তার সামনে দাঁড়াল সে। দুটাকার বাদাম কিনল। এদিক ওদিক তাকাল, না কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। খুব সহজ ভঙ্গিতে সে সেলুনটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা দুটো বাদাম ছাড়াল। রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে শব্দ, আলো এবং ধুলো ঘিরে ধরছে। দূরের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং - এ হ্যালোজেন লাইট একবার জ্বলছে একবার নিভছে, সেলুনের একটা আয়নাতে তার মুখ দেখা যাচ্ছে, গালের দাড়ি সে পরিচ্ছন্ন করে কেটে ফেলেছে। চুল বড় হয়ে গেছে, চোখে চশমা, মুখটা তাই খুব ক্ষীণ, দুর্বল দেখাচ্ছে, গালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, হয়তো সে রোগাও হয়ে গেছে।
তাহলে কার জন্য সে ফিরে এল? কিসের জন্য সে দেশ বিদেশের বনে - জঙ্গলে, জন্তু - জানোয়ার, নৃশংস মানুষের মধ্যে কাটিয়ে এল? কেন তাকে ভুলে যেতে হলো যৌবনের অনেক রঙিন স্বপ্ন? কার জন্য? এই মানুষগুলো --- সমীরণ ভাবল, এই লোকগুলো কি কিছুই চায়নি? সে তো ভেবেছিল , ট্রেন দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত কোন কামরার মধ্যে যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে মুহূর্ত গোনে প্রত্যেকে, তেমনই এক অস্থিরতার মধ্যে সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে। কিন্তু কোথায়, কেউতো প্রস্তুত হয়ে নেই। কি সহজ, সাবলীল গতিতে সমস্ত কিছুই চলছে। চারদিকেই কি প্রাচুর্য বৈভব আর উল্লাস। এর মধ্যে তার প্রয়োজন আছে কি? এখন যদি সে ঐ চারালির মাঝখানে দঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে --- আমিই সমীরণ বয়া বলে, পুলিশ ছাড়া আর কেউ তার দিকে এগিয়ে আসবে কি?
"আপনাকে আরও একটু বাদাম দেব কি?" বৃদ্ধ বাদামওয়ালা জিজ্ঞেস করল। ঠেলাগাড়িটার ওপর জীর্ণ স্টোভ একটা জ্বলছে, কাঁপা কাঁপা হাতে সে তাতে বাদাম সেঁকেছে, ভাজা বাদমের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। আগুনের শিখাটা অল্প অল্প করে কাঁপছে, চারদিকের নির্মম শীতলতা সেই শিখার উত্তাপ দূর করতে পারেনি।
বৃদ্ধ বাদামওয়ালার কাছ থেকে সমীরণ একমুঠা বাদাম কিনল।
"আজ কিরকম বিক্রি হয়েছে?" সে এমনই জিজ্ঞেস করল।
ফোকলা মুখে বৃদ্ধ হাসল, "---চলে যায়, এমনই চলে যায় প্রতিদিন।"
এক একটা বাদাম ভেঙে বিভ্রান্তের মতো সমীরণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কি যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে? নাহলে তার মার কাছে? নাহলে সে কি পুলিশের হাতে ধরা দেবে? বা সে কি চলে যাবে বহু দূরের কোন শহরে, আরম্ভ করবে এক স্বাভাবিক, নিরাপদ জীবন?
ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যায়। মহানগর তখনও উদ্দাম আবেগে চঞ্চল। শব্দের আবর্তে চারদিক ভেসে বেড়াচ্ছে, চারদিকে বিজ্ঞাপনের ভৌতিক ভাস্বরতা হ্যালোজেন স্ট্রীট লাইটগুলি অবিরাম বিচ্ছুরণ করে চলেছে হলদে আলো।
শেষ বাদামটা হাতে নিয়ে বাদাম বেঁধে দেওয়া কাগজটা মুচড়ে ফেলে দিতে গিয়ে সমীরণ থেমে গেল। কাগজটাতে, খবরের কাগজের সেই টুকরোটিতে স্পষ্ট এক সারি ছাপা অক্ষর, একটা নিউজ হেডলাইন--- সমীরণ বয়া আসছে।
ভেতরে ভেতরে সে কেঁপে ওঠে। বিব্রত ভঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা ধরে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। মহানগরীর রাস্তা দিয়ে চলেছে অগণন গাড়ি, মোটর, মানুষ, রাস্তা ছড়িয়ে পড়ছে হাসি - চিৎকার - গান। বর্ণময় পোষাক পরে পার হচ্ছে কয়েকজন যুবতী, কয়েকজন ভদ্রমহিলা, একদল ছোট ছেলেমেয়ে, পান দোকানের সামনে আড্ডাটা ভেঙে গেছে, যুবক - যুবতীর দলটা পথে নেমেছে। মন্থর পদক্ষেপে কয়েকজন বৃদ্ধ ফুটপাত দিয়ে আসছে।...
হাতের কাগজের টুকরোটা সে ভাসিয়ে দেয়।
--- এক ঝাঁক শুকনো বাতাসে ভেসে ভেসে সেই অমোঘ সংবাদ মহানগরের ব্যস্ত মানুষের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ভাষাবন্ধন থেকে সংগৃহীত